এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

নবম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ০৮, সাপ্তাহিক ২২শে ফেব্রুয়ারি ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 22 Feb. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 9, Issue 8, Rs. 2

ডিজিটাল যুগে কি বাংলা ভাষা হারিয়ে যাবে ?

প্রণয় সরকার (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

ডিজিটাল যুগে মাতৃভাষা হারিয়ে যাবে--এমন ভয় অনেকেই পান। কিন্তু বাস্তব ছবি অনেক বেশি জটিল, চ্যালেঞ্জপূর্ণ--তবু আশাব্যঞ্জক।

শুরুর দিকে মনে হয়েছিল--ইন্টারনেট হলো ইংরেজির সমান। ফলে ছোট ভাষাগুলো হারিয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উল্টো দিকও আছে। আজ মানুষ গুগলে, ইউটিউবে, ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে নিজের ভাষায় কনটেন্ট খুঁজছে। কারণ মানুষ চিন্তা করে মাতৃভাষায়, আবেগ প্রকাশ করে মাতৃভাষায়। তাই ডিজিটাল যুগ মাতৃভাষার জন্য মরণফাঁদ নয়, বরং বিশাল মঞ্চ।

মোবাইলই হয়ে উঠেছে মাতৃভাষার নতুন বই। আগে ভাষা টিকতো বই, পত্রিকা, চিঠিতে। এখন টিকে আছে--ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব ভিডিও, শর্টস, রিল, ভয়েস মেসেজ, লোকাল নিউজ পোর্টাল এর মাধ্যমে। একজন গ্রামবাংলার মানুষও আজ মোবাইলে নিজের ভাষায় কথা বলছেন, লিখছেন, ভিডিও বানাচ্ছেন। এটাই ভাষার বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় শক্তি--ব্যবহার।

আজ লোকাল কনটেন্টের বিস্ফোরন ঘটেছে।ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বড় শহরের ভাষা নয়,স্থানীয় ভাষা ও উপভাষাকেও জায়গা দিয়েছে। যেমন--গ্রামের রান্না, লোকগান, আঞ্চলিক কৌতুক,স্থানীয় খবর-- এসব লাখ লাখ মানুষ দেখছে।ফলে আগের যে ভাষা শুধু এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।কিন্তু বিপদ একেবারেই নেই তা কিন্তু বলা যাবে না। যে ভাষায় ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে না, সেগুলো দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে। ইন্টারনেনেট জায়গা না পেলে ভাষা নতুন প্রজন্মের জীবন থেকে সরে যায়।

এখন অনেকেই পুরো মাতৃভাষায় কথা না বলে আধা ইংরেজি আধা স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। এতে ভাষা বদলায়-- কখনও সমৃদ্ধ হয়,কখনও দুর্বল হয়। তাছাড়া ভিডিওর যুগে দীর্ঘ লেখাপড়া কমছে ।ফলে ভাষার গভীরতা , শব্দভান্ডার, সাহিত্যচর্চা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ আই এখন অনুবাদ করছে,লিখে দিচ্ছে।ভয়েস তৈরি করছে। এটা যেমন বিপদ আবার সুযোগও তৈরি করছে। যেমন ছোট ভাষায় লেখা সহজ হচ্ছে। লোকাল কনটেন্ট দ্রুত তৈরি করা যাচ্ছে। ভাষা প্রযুক্তির অংশ হয়ে টিকে থাকছে। যে ভাষা প্রযুক্তির সাথে যুক্ত হবে সেই ভাষাই ভবিষ্যতে শক্তিশালী থাকবে।

এখন প্রশ্ন হলো ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কার ওপরে। বলা যায় এবিষয়ে সরকার, প্রযুক্তি কোম্পানি তারা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ভাষাভাষী মানুষের। যদি আমরা -- মাতৃভাষায় লিখি, মাতৃভাষায় ভিডিও তৈরি করি, শিশুদের মাতৃভাষার গল্প শোনাই লোকাল বা স্থানীয় সংস্কৃতিকে ডিজিটালে তুলে ধরি তবে ভাষা শুধু বাঁচবে না, নতুন শক্তি পাবে।

ভাষা তখনই মরে যখন তার ব্যবহার বন্ধ হয়। কোনো ভাষা একদিনে মরে না, মরে ধীরে ধীরে। যখন বাবা-মা সন্তানকে সেই ভাষায় কথা বলা বন্ধ করে , যখন লেখক লেখা বন্ধ করে, যখন মিডিয়া অন্য ভাষায় সরে যায় তখনই সমস্যা তৈরি হয় ভাষা নিয়ে। এখন ডিজিটাল যুগে সুযোগ আছে-- ভাষাকে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর।

ডিজিটাল যুগ মাতৃভাষার শত্রু নয়, এটা একটা পরীক্ষা। যে ভাষা ডিজিটালে জায়গা করে নেবে, কনটেন্ট তৈরি করবে, নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করবে-- সেই ভাষা আগামী শতাব্দীতেও বেঁচে থাকবে।মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির হাতে নয়, আমাদের কীবোর্ড, ক্যামেরা আর কন্ঠের হাতে।

গৌড় পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বার্তা শিলিগুড়ি ইসকন সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ হোলি ও বসন্ত উৎসবকে সামনে রেখে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস। তিনি বলেন, পৌরানিক কাহিনীতে দস্যু হিরন্যকশিপুর বোন হোলিকা অসৎ উদ্দেশ্যে ঈশ্বরভক্ত প্রহ্লাদকে আগুনে দগ্ধ করতে চেয়েছিল ।কিন্তু ভগবানের কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পায় এবং হোলিকা নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রমানিত হয়-- অন্যের সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করলে শেষ পর্যন্ত নিজেরই পতন অনিবার্য।

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস আরও বলেন, দোল ও হোলি কেবল রঙের উৎসব নয়, এটি অশুভ শক্তিকে বিদায় জানিয়ে শুভ , সত্য ও ভক্তির প্রতিষ্ঠার প্রতীক। মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে প্রেম, সৌহাদ্য ও ভক্তিভাব জাগ্রত করাই এই উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য।

তিনি স্মরন করিয়ে দেন, দোল পূর্ণিমা গৌড় পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। কারণ এই পবিত্র তিথিতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। ভক্তি আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি হিসেবে এই দিনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এই শুভক্ষনকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি ইসকনে নেওয়া হয়েছে একাধিক ভক্তিমূলক কর্মসূচি। নাম সংকীর্তন, পূজা, প্রসাদ বিতরন সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভক্তদের অংশগ্রহনে উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে। ইসকন সূত্রে জানা গিয়েছে, সকলের জন্যই এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে। অশুভের অবসান এবং শুভ শক্তির জয়--এই চিরন্তন বার্তাকেই সামনে রেখে হোলি ও গৌড় পূর্ণিমা উদযাপনে প্রস্তুত শিলিগুড়ি ইসকন।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

মানুষের পাশে খবরের ঘন্টা

পরিবর্তিত সময়, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এবং সংবাদ পরিবেশনের নতুন ধারার মধ্যেও আমরা বিশ্বাস করি-- বিশ্বস্ততা, সততা ও মানুষের পাশে থাকার মানসিকতাই একটি সংবাদমাধ্যমের প্রকৃত শক্তি।

সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষার জন্য আত্মত্যাগের যে অনন্য ইতিহাস বাঙালির, তা বিশ্বসভায় এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্তে রঞ্জিত সেই দিন আমাদের শিখিয়েছে-- ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষা আমাদের পরিচয়,সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদার প্রতীক।

বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ও সুমধুর ভাষা। এই ভাষায় রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দের অমর সৃষ্টি-- এই ভাষাতেই গ্রামীন জনপদের সুখ -দুঃখ, শহরের আন্দোলন, মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্প প্রতিদিন ধ্বনিত হয় ।মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানে কেবল একটি দিন পালন করা নয়-- বরং প্রতিদিন সঠিক ও শুদ্ধ ভাষাচর্চার মাধ্যমে তাকে মর্যাদা দেওয়া।

এই অবস্থায় খবরের ঘন্টা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে, নির্ভীক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কথা তুলে ধরবে। আমরা চাই এই পত্রিকা হোক মানুষের কণ্ঠস্বর, উন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের সঙ্গী।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক-মুহুর্তে আমরা সকল ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতাই আমাদের পথচলার প্রেরণা।

শুভেচ্ছান্তে
বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

কেন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

নীতিশ বসু
(চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, শিলিগুড়ি)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়। এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক দিবস, যা মাতৃভাষার গুরুত্ব, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহুভাষিক শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশ্বব্যাপী পালিত হয়।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষনা করে এবং ২০০০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে এটি উদযাপিত হচ্ছে। এই দিনের পিছনে আছে ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনকারীরা প্রাণ দেন। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেক শহিদের আত্মত্যাগ ভাষার মর্যাদা রক্ষার এক ঐতিহাসিক উদাহরণ হয়ে আছে। এই আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরুপ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষার সম্মান ও সংরক্ষনের দিন হিসেবে পালিত হয়।

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা করা, বহুভাষিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা, বিপন্ন ভাষাগুলো সংরক্ষনের সচেতনতা তৈরি করাই এই দিবসের বিশেষ গুরুত্ব। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ আজও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক-- শুধু আবেগ নয়, বাস্তব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপটেও। ভাষা মানে শুধু যোগাযোগ নয়, নিজের পরিচয়। ১৯৫২-র শহিদরা দেখিয়ে গিয়েছেন-- মাতৃভাষার সম্মান মানে আত্মমর্যাদার সম্মান। আজ বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি বা অন্য ভাষার প্রভাব বাড়লেও , নিজের ভাষাকে সম্মান করা আত্মপরিচয় রক্ষারই অংশ।

বর্তমান গবেষণায় প্রমানিত--মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা পেলে শিশুর শেখার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তাই ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজকের শিক্ষানীতিতেও প্রাসঙ্গিক।

বিশ্বে বহু ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- প্রতিটি ভাষা একটি সংস্কৃতি, একটি ইতিহাস। ভাষা রক্ষা মানে মানবসভ্যতার বৈচিত্র্য রক্ষা। ১৯৫২-র আন্দোলন ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আজও যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বা সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্ন ওঠে, ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ আমাদের সাহস জোগায়। এখন অবশ্য চালেঞ্জ ভিন্ন--- সোস্যাল মিডিয়া, প্রযুক্তি ও কনটেন্টে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার, শুদ্ধতা ও সমৃদ্ধি রক্ষা করা। ভাষা শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হবে যদি আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও নিজের ভাষাকে মর্যাদা দিই।

প্রিন্টের পাশাপাশি ডিজিটালেও খবরের ঘন্টা খবরের ঘন্টা এখন আপনার হাতের মুঠোয়

পাবেন আমাদের-- ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, টেলিগ্রাম, গুগল ওয়েবপোর্টাল, ইনস্টাগ্রাম।

সঠিক , নির্ভরযোগ্য ও ইতিবাচক সংবাদে দিন শুরু করুন।

মন ভালো রাখতে আজই সাবস্ক্রাইব ও ফলো করুন খবরের ঘন্টা।

আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দিন খবরের ঘন্টাতে-- আর আমাদের এই সংবাদ যাত্রাকে আরও শক্তিশালী ও সহজ করে তুলুন।

খবরের ঘন্টা--- খবর হোক ইতিবাচক,বিশ্বাসযোগ্য ।

আমার মাতৃভাষা

কমলা সরকার (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বাংলাতে কথা বলতে ভালো লাগে বারবার,
এই ভাষাতে প্রথম মুখের বুলি হয় মা
ডাকবার।
বাংলাতে কথা বলতে যত স্বচ্ছন্দ বোধ করি,
অন্য ভাষা বলতে ঠিক ততটাই লজ্জায়
মরি।
বাংলাতে অক্ষর পরিচয় হোতো,
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় থেকে,
মায়ের কাছে বসে পড়তাম
মনের আনন্দেতে।
বাংলা আমার মাতৃভাষা বলতে গর্ব হয়,
এই ভাষাতে এখনো কত গান-কবিতা-গল্প
রচনা হয়।
কত কবি সাহিত্যিক তাদের লেখনী দিয়ে
বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ,
সেকথা বলতে কত না হয় গর্ব।
বাংলা ভাষায় কথা বলতে হয় বড়ো
অহঙ্কার,
তাই মনে হয় বাংলা ভাষার চেয়ে আর নেই
কোনো দামী অলঙ্কার।

বাংলা ভাষা -- শহর ও গ্রামে

বিপ্লব চক্রবর্তী(জলপাইগুড়ি)

শহর আর গ্রামের বাংলা-- দুটোই বাংলা। কিন্তু স্বাদ, ভঙ্গি আর ব্যবহারে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। এটা বিভাজন নয়, বরং ভাষার বৈচিত্র্য।

শব্দচয়ন প্রসঙ্গে যদি বলি তবে শহরের বাংলায় ইংরেজি মিশ্রন বেশি। যেমন ‘ মিটিং আছে ’, ‘ফাইলটা মেইল করো’। ‘আজকে খুব প্রেশার’-- এইসব শব্দ বা বাক্যে আধুনিক পেশা, প্রযুক্তি, অফিসকেন্দ্রিক বিষয় প্রতিফলিত হয় ভাষাতে।কিন্তু গ্রামে যদি যান তবে দেখবেন দেশজ শব্দ বেশি। যেমন ‘ আজ মাঠে কাজ আছে’।‘ধান কাটা হবে’। ‘বাজারে হাট বসেছে’। যেখানে প্রকৃতি, কৃষি, লোকজীবনের বিষয় রয়েছে সেখানে একরকম শব্দের আধিক্য। শহুরে বাংলা ‘গ্লোবাল’, গ্রামের বাংলা বেশি ‘মাটির গন্ধওয়ালা’।

শহুরে ভাষায় উচ্চারন বা টান বইয়ের ভাষার কাছাকাছি। তাতে টান কম আছে শব্দ উচ্চারন ছোট করে বলা হয়--সংক্ষিপ্ত। যেমন ‘ কি করছো ? ’। আবার গ্রামে আঞ্চলিক টান স্পষ্ট, তাতে ধ্বনি বদলে যায়। যেমন ‘কোথায় যাস ?’ বা কোথথে যাস ? অথবা করবে, করবি, করমু ইত্যাদি। ভাষার মধ্যেই রয়েছে সেখানে সুর। শহরের বাংলার গঠনে ছোট বাক্য ব্যবহার হয়, বাক্যর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় দ্রুত, কাজকেন্দ্রক কথা। অত সময় নেই। ‘ আমি পরে ফোন করছি। ”ওটা এখন দরকার নেই।’ গ্রামীন বাংলাতে দেখা যায় বাক্য বলার সময় গল্প বলার ভঙ্গি রয়েছে এবং একই কথা একটু ঘুরিয়ে আবেগ দিয়ে বলার প্রবনতা। যেমন, ‘ এইটা এখন না হলেও চলতো, পরে করলেই হতো।’ ‘ ও তো সকালে বেরিয়ে গেলো, এখনো ফেরেনি রে’।

গ্রামীন বাংলা ভাষা বেশি আলাপী কিন্তু শহুরে ভাষা বেশি সংক্ষিপ্ত। শহরের ভাষাতে আবেগ প্রকাশের ধরন সংযত-- ‘ভালো লাগছে’, ‘ ঠিক আছে’। গ্রামের ভাষা বেশি প্রানবন্ত। ‘দারুন লাগলো রে !’। ‘ ওমা, কী যে খুশি হলাম !’। গ্রামের ভাষায় আবেগ জড়ানো রয়েছে কিন্তু শহরের ভাষায় মূল তথ্যটুকুই থাকে।তবে মজার বিষয় হলো গ্রামের তরুনরা এখন মোবাইল ও সোস্যাল মিডিয়ার কারনে শহুরে ভাষা শিখছে। আর শহরের মানুষ লোকগান, রিল, ইউটিউবের মাধ্যমে গ্রামীন শব্দও শিখ ছে। মানে ফারাক থাকলেও দুদিকেই ভাষা মিশছে। শহরের বাংলা দেয় আধুনিকতা, গ্রামের বাংলা দেয় শিকড়। দুটো মিলেই ভাষা পূর্ণ হয়। যে ভাষায় ‘প্রেজেন্টেশন’ যেমন আছে, তেমনি ‘পাটক্ষেতের আল’ও আছে-- সেই ভাষাই বেঁচে থাকে। শহর ও গ্রামের বাংলার ফারাক আসলে সমৃদ্ধির লক্ষণ। একটা ভাষা যত বেশি রঙিন, তত বেশি শক্তিশালী।

একুশের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডঃ দুলাল দত্ত

(অবসবপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিবমন্দির,
শিলিগুড়ি)

তোমার স্মৃতির কুঞ্জে শোণিতের
সেই ফোঁটাগুলো
আজও ফুঁপিয়ে কাঁদে।
অশরীরী সেই ছবিগুলো
বারবার
খোঁজ করে রোজ।
তোমাকে প্রণতি জানায়,
তোমার গর্ভজাতরা।
তাঁরা ছবি আঁকে আজও
সমাজের প্রতি কোণে।
স্মরণ করিয়ে দেয় মাতৃত্বের অস্তিত্ব রক্ষায়
সন্তনের কর্তব্যকে।
ভাবতে শেখায়, শিখতে শেখায়,
কর্তব্য করতে শেখায় সমাজকে।

কিভাবে টিঁকে থাকবে বাংলা ভাষা

আশীষ ঘোষ

(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রতিবছরের মতো এবছরও মহান মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হবে। সারা বিশ্বের যেখানে যেখানে বাঙালি আছে সেই সব অঞ্চলে। সেদিন আমরা ভক্তিভরে স্মরন করবো সেই ভাষা শহিদদের যারা ঢাকার রাজপথে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার জন্য ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষনা করে। এই দিনে আমরা শহিদদের স্মরন করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা কিভাবে ভবিষ্যতে টিঁকে থাকবে সেই বিষয়ে যদি কোনো চিন্তাভাবনা না করি তাহলে শতাব্দীর শেষে অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাও প্রায় হারিয়ে যাবে। উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমেই ভাষা টিঁকে থাকে। একদিনের জন্য শহিদদের স্মরন করলে বাংলা ভাষার প্রসার হবে না। বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার কিভাবে বাড়ানো যায় যারজন্য এখন থেকেই আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে বছরে একদিন আলোচনা করবো। আর নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে বাংলা ভাষার প্রচার সম্পূর্নভাবে কমে যাবে এটা অবশ্যই কাম্য হতে পারে না। এখন দেখা যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে না পড়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছে। অভিভাবকরা তাদের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন না। বিশেষত শহরাঞ্চলে। এর ফলে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাংলা সংবাদপত্র , বাংলা সাহিত্য পড়ার অভ্যাস নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই কম। বাংলা চলচ্চিত্র এবং বাংলা সঙ্গীতও তাদের অনেকের কাছে সেরকম কোনো প্রভাব ফেলে না। অনেকেই বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে অজস্র ইংরেজি এবং হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেন। এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য একদিনের বাংলা ভাষার চর্চায় কিছু হবে না। সরকারি ও বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত স্তরে বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য সকলকে চেষ্টা করতে হবে। তারজন্য যেখানে সম্ভব অভিভাবকদের উচিত যেখানে যেখানে সম্ভব নিজেদের সন্তানদের বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করা। কারণ বাংলা ভাষা বর্তমানে কিছুটা কাজের ভাষা হয়েছে। রেল, ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় স্টাফ সিলেকশন কমিশন এবং আধা সামরিক বাহিনীর পরীক্ষায় বর্তমানে বাংলা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সমস্ত পরীক্ষাই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাতেই হয়। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের সমস্ত কাজকর্ম বাংলাতে করা উচিত। হিন্দি ভাষী রাজ্যগুলোতে রাজ্য সরকারের কার্যালয়গুলোর কাজকর্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দি ভাষাতেই হয়ে থাকে। তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেরকম হবে না কেন ? পশ্চিমবঙ্গ এবং অপর বাংলা ভাষী রাজ্য ত্রিপুরাতে সকল সরকারি কাজকর্ম বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত। এবং সমস্ত নামফলককে এই দুই রাজ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা উচিত। বিয়ে , জন্মদিন প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার সময় বাংলা সাহিত্যের বইও উপহার দেওয়ার কথা ভাবা উচিত। বেশ কিছু বছর আগে সাহিত্যের বই উপহার দেওয়ার চল ছিলো। কিন্তু এখন এই প্রথা প্রায় নেই বললেই চলে। পশ্চিমবঙ্গে সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে আবশ্যিক করা হোক। তাহলে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। একুশে ফেব্রুয়ারির বীর শহিদদের স্মরন করে বাংলা ভাষার ব্যবহার ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে এই আশা করে এখানেই শেষ করলাম।

রঙে ভক্তি, রঙে ঐতিহ্য-- দোল ও হোলির বহুমাত্রিক তাৎপর্য

নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

দোলযাত্রা ও হোলি শুধু একটি উৎসব নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক ঐক্যের এক অনন্য প্রকাশ। রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনের লীলাকথা থেকেই এই উৎসবের সূচনা। বৃন্দাবনের রঙের খেলা আজ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে আনন্দ, ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার বার্তা নিয়ে। বসন্তের আগমনের সঙ্গে দোলের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শীতের অবসান ও প্রকৃতির নবজাগরনের এই সময়ে গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুলের রঙ, কোকিলের ডাক-- সব মিলিয়ে চারদিকে সৃষ্টি হয় এক নব উদ্যমের পরিবেশ। তবে ঋতু পরিবর্তনের এই সময়েই হাওয়া-বাতাসে নানা রোগের প্রাদুর্ভাবও দেখা দেয়। প্রাচীন কালে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি আবীর ও গুলাল-- যেগুলি ফুল, চন্দন বা ভেষজ থেকে প্রস্তুত হোত-- তা শরীর ও মনে সতেজতা এনে দিতো এবং অনেকাংশে ঋতুজনিত সমস্যাও লাঘব করতো বলে মনে করা হয়। তাই আবীরের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে এক বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যগত তাৎপর্য।

দোল মানেই শুধু রঙের উল্লাস নয়, এটি ভক্তির উৎসবও বটে। বিশেষ করে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে দোল উৎসব এক অনন্য মহিমায় উদযাপিত হয়। কীর্তন, শোভাযাত্রা, রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা-- সবমিলিয়ে এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছোট থেকে বড়, সকলেই এই উৎসবে সামিল হন সমান উৎসাহে। বয়স্কদের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করার রীতি আমাদের ঐতিহ্যের অমূল্য অংশ, যা শ্রদ্ধা ও সংস্কারের প্রতীক। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিকতার দৌড়ে আমরা অনেক সময় এই মূল্যবোধগুলি ভুলতে বসেছি। আজ যখন আমরা নানা ঋতুচক্রের স্বাভাবিক ছন্দ ভুলে যাচ্ছি, তখন হোলি বা বসন্ত উৎসব আমাদের আবার প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- জীবনে রঙ থাকা জরুরি, আনন্দ থাকা জরুরি, এবং সবচেয়ে বড় কথা, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

এই বসন্ত উৎসব সবার জীবনে আনুক সুস্থতা, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা। সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা-- রঙে রঙিন হোক জীবন, সবাই ভালো থাকুন।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।
আমাদের অঙ্গীকার--
সত্যপ্রকাশ ,
সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,
তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,
স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে
বাপি ঘোষ
সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান

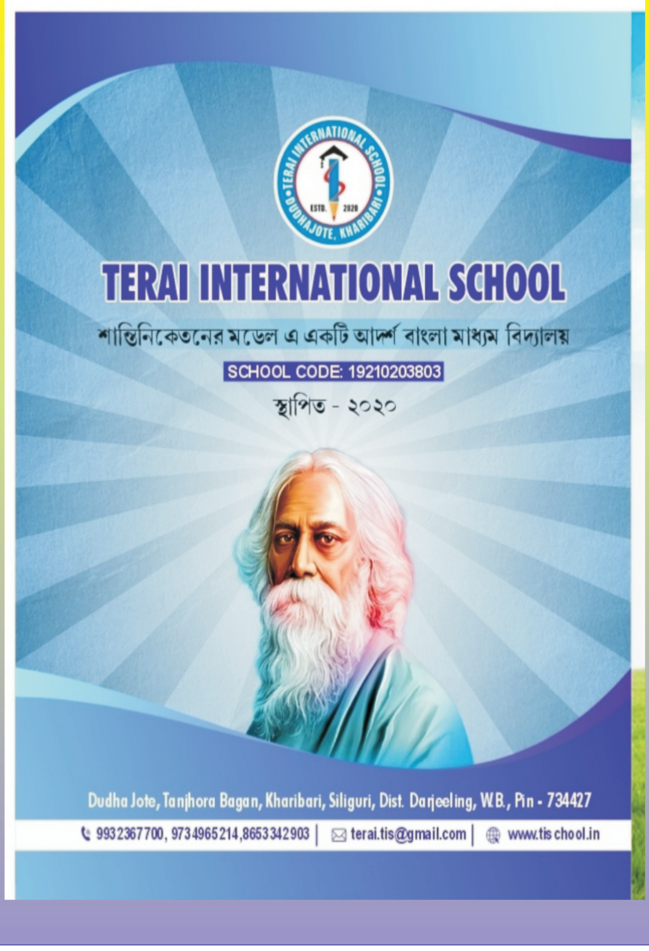
TERAI INTERNATIONAL SCHOOL
ESTD. 2020
DUDHAJOTE, KHARIBARI
TERAI INTERNATIONAL SCHOOL
শান্তিনিকেতনের মডেল এ একটি আদর্শ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়
SCHOOL CODE: 19210203803
স্থাপিত - ২০২০
Dudha Jote, Tanjhora Bagan, Kharibari, Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., Pin - 734427
9932367700, 9734965214,8653342903
terai.tis@gmail.com
www.tischool.in

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 9 Issue 8

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)